‘ফিকহুল হায়া’ গ্রন্থের অনুবাদ

ঈমানের একটি শাখা

শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দাম

মহিউদ্দিন রূপম
অনূদিত

অনুবাদকের কথা

সকল তারীফ আল্লাহর জন্য, যার স্তুতি নিয়ে হাজার পৃষ্ঠা লিখলেও কম হবে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবীর ওপর, যিনি আমাদের পিতা, আদর্শ নেতা এবং আল্লাহর সর্বশেষ দূত। একুশ শতকে এসে ইসলামের যে চারিত্রিক গুণটি মুসলিমদের ভেতর থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে, তা হলো 'লজ্জা', যাকে আরবীতে বলে 'হায়া'। এ যুগে হায়াকে সামগ্রিকভাবে দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কেউ হায়ার দরুন কোনো পাপ হতে বিরত থাকলে তাকে অক্ষম ভাবা হয়। হায়ার কারণে কেউ ফ্রি-মিক্সিং এড়িয়ে চললে, পুরুষের পাশের সিটে না বসলে, পুরুষ ডাক্তারের কাছে না গেলে কিংবা উঁচু গলায় কথা না বললে তাকে অসামাজিক গণ্য করা হয়! ফলে পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে আদব-কেতা, জীবন-যাত্রা সর্বত্র আজ নির্লজ্জতার জয়জয়কার। নির্লজ্জতাই যেন এখন শিল্প!
অথচ নবীজি (ﷺ) বলেন,

إن الحياءَ والإيمانَ قُرِنا جميعًا، فإذا رفعَ أحدُهما رفعَ الآخرُ

'হায়া ও ঈমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি একটি উঠিয়ে নেয়া হয়, তাহলে অপরটিও উঠিয়ে নেয়া হবে।'[১]

আরেক হাদীসে তিনি বলেন, 'হায়া ঈমানের অংশ, আর ঈমান জান্নাতে দিকে ধাবিত করে। নোংরামি রূঢ়তার অংশ, আর রূঢ়তা জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।'[২] আমরা আজ সেই হায়াকেই পদদলিত করছি এবং নির্লজ্জতাকে পরাচ্ছি সম্মানের মুকুট! বর্তমানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নির্লজ্জতার প্রতিযোগিতায় যে যত অগ্রপথিক, সে ততই সাহসী এবং বীরত্বের অধিকারী। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সহাবস্থান, অনলাইন-অফলাইনে বেহায়াপনা, বন্ধুত্বের নামে অবৈধ সম্পর্ক আর অশ্লীল চর্চা, হারামকে হালাল জ্ঞান করা, পর্দাকে হেয়-প্রতিপন্ন করা, পরিশেষে ধর্ষণের ফিরিস্তি বাড়তে থাকা—সবকিছুর মূলে এই হায়ার কমতি।

তাই ইসলামের এই হারানো আখলাক পুনর্জীবিত করা এখন সময়ের দাবি, সকলের নৈতিক দায়িত্ব। নির্লজ্জতায় ভেসে যাওয়া আমাদের এই প্রজন্মকে উদ্ধার করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে একটি পবিত্র সমাজ উপহার দিতে এখন থেকেই কাজ শুরু করা জরুরি। মূলত এই নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেই আমি মিসরের প্রখ্যাত শায়খ

---

১. আদাবুল মুফরাদ (৯৮৬), জামিউস সাগির (১৯৫৯) সহীহ : আয-যাহাবী, আলবানী
২. ইবনু আবিদ দুনইয়াহ, মাকারিমুল-আখলাক (১৯)

মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দিম রচিত ফিকহুল হায়া গ্রন্থের কাজ শুরু করেছিলাম। হায়া-লজ্জার ওপর রচিত আমার দেখা সেরা বই এটি। ইসলাম লজ্জা বলতে কী বোঝায়, লজ্জার ধরন-প্রকার, কোন ক্ষেত্রে লজ্জা প্রশংসনীয় এবং কোন ক্ষেত্রে নিন্দনীয়, পূর্বসূরিদের কর্মপন্থা এবং তাদের জীবনে হায়া-লজ্জার চর্চার অনুপম দৃষ্টান্ত, মোটকথা হায়ার নান্দনিক দিক এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন লেখক।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে বইটির বঙ্গানুবাদ এখন পাঠকের হাতে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি মূল আরবী সংস্করণ এবং IIPH কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণ—দুটোই সামনে রেখেছি। চেষ্টা করেছি বইয়ের উপদেশগুলো শাব্দিক অনুবাদের বদলে বাঙালি পাঠকের উপযোগী করে ভাবানুবাদ করতে। শত ব্যস্ততার ফাঁকেও নিজের অনুবাদ-কর্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে বারবার পড়তে এবং ঘষামাজা করতে কার্পণ্য করিনি। তবুও মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই সচেতন পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, পাঠযাত্রায় কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে 'আল্লাহর জন্য' আমাকে ইমেইলে অবহিত করবেন। পাশাপাশি এই বই থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিলের জন্য আমি পাঠকের সমীপে অনুরোধ রাখব, বইটি সময় নিয়ে পড়বেন। এর প্রতিটি উপদেশবাণীকে ভাবনা-চিন্তার সাথে ধীরে ধীরে পড়বেন। এতে করে পূর্বসূরিদের নসিহা অন্তরে গেঁথে যাবে। বইয়ের যে মূল উদ্দেশ্য—ইসলামের দীক্ষিত হায়াকে পুনর্জীবিত করা—তা পাঠকের চরিত্রে উদ্ভাসিত হবে ইন শা আল্লাহ। বইটি একবার পড়া হলে ফেলে রাখবেন না, একাধিকবার পড়ুন। এর উপদেশগুলো রিমাইন্ডার বা স্মরণিকা হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় টুকে রাখা যেতে পারে, তাহলে 'হায়া' আমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। অশ্লীলতায় সয়লাব ও বেহায়পনায় পরিপূর্ণ এই সমাজে থেকে হায়ার ওপর অবিচল থাকা মোটেও সহজ বিষয় নয়। তাই বইটিকে একটি ওয়ার্ক বুক হিসেবে নিন। অন্যথায় এটি পড়ার দ্বারা নতুন কিছু তথ্যের স্তূপ জমা হওয়া ব্যতীত তেমন কোনো ফায়দা হাসিল হবে না।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট দুআ করি, তিনি যেন এই বই দ্বারা পাঠকের পাশাপাশি আমাকেও উপকৃত করেন। এর প্রতিটি উপদেশ সবার আগে আমার জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করেন এবং এর উছিলায় লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক সবাইকে আখিরাতে নাজাতের ব্যবস্থা করে দেন।

মহিউদ্দিন রূপম
১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং
mohiuddinrupom1415@gmail.com

প্রারম্ভিক কথা

সকল তারিফ আল্লাহ তাআলার জন্য, যে তারিফ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে যথেষ্ট। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর নির্বাচিত, সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর। যার বাণী ছিল :

إِنَّما بعثتُ لأتمِّمَ مَكارِمَ الأخلاقِ

'আমাকে পাঠানোই হয়েছে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দেবার জন্য।'[১]

নিশ্চয়ই হায়া বা লজ্জা সেরা গুণগুলোর একটি। হায়া ব্যক্তিকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে। চারিত্রিক অধঃপতন এবং পাপের কাদামাটিতে পড়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে। নেককার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের জন্য হায়া অন্যতম একটি শক্তিশালী উদ্দীপক।

গোটা আচার-জগতের সামনে হায়া যেন রক্ষাকবচ। অত্যন্ত মহৎ একটি গুণ। হায়া মানুষের চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, সম্মান অর্জন এবং সম্মান রক্ষার্থে বেষ্টনীর মতো কাজ করে। এ ছাড়াও হায়া মানুষের নৈতিকতার সংরক্ষক।

এই বইতে আমরা আলো জ্বেলে দেখব হায়ার গোটা জগৎ। ব্যাখ্যা করব এর অর্থ, মর্ম আর আবিষ্কার করব এর রকমারি-সব স্তর। শিখব হায়ার নানান ধরন, এর বিধি-বিধান এবং স্বাদ নেব হায়ার মজাদার ফল-ফলাদির। আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করি, তিনি যেন লেখক, পাঠক সবাইকে এই কাজ হতে উপকৃত করেন এবং মুসলিম উম্মাহকে এর মাধ্যমে ফিরিয়ে নিয়ে যান এই নিষ্কলুষ দ্বীনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট চরিত্রের ভুবনে। মহান এই দ্বীনের সকল স্তরের পুনর্জীবন কামনা করি। নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাঈল বিন আল-মুক্বাদ্দাম
ইশকান্দরিয়াহ, মিসর, ১০ মুহাররম, ১৪২৭ হি.
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ ইং

---

১. আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, বুখারী আদাবুল মুফরাদ (২৭৩), ইবনু সাদ আত-ত্বকাত (১/১৯২), হাকিম (২/৬১৩), মুসনাদে আহমাদ (২/৩১৮) হাকিম রহ. বলেন, সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। এ ছাড়া আল-হাফিয ইবনু আব্দিল বার রহ. সহীহ বলেছেন।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ০৫

প্রারম্ভিক কথা ০৭

১৩ | প্রথম অধ্যায়

হায়া-লজ্জার নানান অর্থ ১৩

আভিধানিক অর্থ ১৩

হায়ার পারিভাষিক অর্থ ১৪

হায়ার বাস্তবতা ১৫

হায়া ও বিব্রতবোধের মাঝে পার্থক্য ১৭

হায়া : শিশুর অভিজাত্যের পরিচায়ক ১৮

স্বভাবজাত হায়া ও অধিকৃত হায়া ১৯

ইসলামে হায়া ২৩

২৯ | দ্বিতীয় অধ্যায়

হায়ার সাতকাহন ২৯

অপরাধবোধের হায়া ২৯

অক্ষমতার হায়া ২৯

ভীতির হায়া ২৯

বদান্যতার হায়া ৩০

সতীত্বের হায়া ৩০

আত্মসম্মানের হায়া ৩০

ভালোবাসার হায়া ৩০

২৯ | দ্বিতীয় অধ্যায়

হায়ার সাতকাহন ২৯

দাসত্বের হায়া ৩১

ইজ্জতের হায়া ৩১

যারা নিজেদের ব্যাপারে হায়া অনুভব ৩১

হায়ার জন্মসূত্র ৩২

অপরাধবোধ থেকে হায়া ৩৪

৩৯ | তৃতীয় অধ্যায়

হায়ার পুণ্য ৩৯

পুণ্য (১) : হায়া কল্যাণের আধার ৩৯

পুণ্য (২) : হায়া মনুষ্যের প্রতীক ৪২

পুণ্য (৩) : হায়াই ঈমান ৪৩

দুটি ভ্রান্তির অপনোদন ৪৭

পুণ্য (৪) হায়া : দীপ্তিময় অলংকার ৫১

পুণ্য (৫) হায়া : আল্লাহর গুণ ৫২

মনের রাখার মতো একটি বিষয় ৫৪

পুণ্য (৬) হায়া ও হায়ার অধীকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন ৫৫

পুণ্য (৭) প্রত্যেক নবীর শরীয়তে হায়া ৫৬

'তোমার হায়া না থাকলে যা খুশি করো'–হাদীসের অর্থ ৫৯

পুণ্য (৮) হায়া নবীদের চরিত্র ৬২

নবীজি (ﷺ)-এর হায়া ৬৩

৩৯ | তৃতীয় অধ্যায়

হায়ার পুণ্য — ৩৯

- পুণ্য (৯) : হায়া ইসলামের চরিত্র — ৬৬
- নারী সাহাবীগণের হায়া — ৬৭
- পুরুষ সাহাবীগণের হায়া — ৭০
- নেককারদের হায়া — ৭৫
- হায়া : নর-নারীর অলংকার — ৭৭
- হায়ার অভিভাবক : পর্দা — ৭৭

৮৫ | চতুর্থ অধ্যায়

কারও প্রতি হায়া এবং এর প্রকার — ৮৫

- প্রথম প্রকার : নিজের প্রতি হায়া — ৮৫
- দ্বিতীয় প্রকার : ফেরেশতাগণের প্রতি হায়া — ৮৭
- তৃতীয় প্রকার : অন্যের প্রতি হায়া — ৮৯
- ফিকহুল হায়া : লজ্জার ফিকহ — ৯২
  - লজ্জার বশবর্তী হয়ে কেউ ভালো কিছু করলে সাওয়াব পাবে কি? — ৯২
  - লজ্জা দিয়ে সম্পদ নেয়া ছুরি ধরে ছিনিয়ে নেবার মতো — ৯৪
  - বিভিন্ন অবস্থায় হায়ার বিধান — ৯৬
  - একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট — ৯৭
  - কখন হায়াকে 'না' বলবেন? — ৯৮
  - ইলমের ক্ষেত্রে হায়া — ১০৪
  - সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ নিষেধে হায়া — ১০৯

হায়া-লজ্জার নানান অর্থ

আভিধানিক অর্থ

আরবীতে الحَيَاءُ শব্দের মূল অর্থ জীবিত থাকা, الحَيَاةُ (জীবন) শব্দের মতো। বৃষ্টিকে আরবীতে حَيٌّ বলা হয়। কেননা, এতে জমিন, উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুলের জীবন রয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকেও হায়া বলা হয়। অতএব যার হায়া নেই, সে দুনিয়ায় মৃত এবং পরকালেও হবে হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত।

কতিপয় ভাষাবিদের ভাষ্যমতে, 'চারার প্রাণ যেমন পানিতে, চেহারার প্রাণ তেমনি হায়া-লজ্জাতে।'

আল্লামা ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহ.) বলেন,

> '...এই আখলাকগুলো যার মাঝে যত বেশি আছে, তার জীবন ততই শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ। এ-জন্যই হায়া চারিত্রিক গুণটি الحَيَاةُ (জীবন) শব্দ থেকে নির্গত; ব্যুৎপত্তিগতভাবে আবার বাস্তবিক অর্থেও। কাজেই যাদের জীবন যত পূর্ণতায় পৌঁছেছে, তাদের হায়ার মাত্রাও তত পরিপূর্ণ। আর যার হায়ায় ত্রুটি রয়েছে, তা তার জীবনের ত্রুটির কারণেই হয়েছে।
>
> আসলে আত্মা মরে গেলে সে আর অশালীন কাজকর্ম দ্বারা আঘাত পায় না, বিরক্তি অনুভব করে না মনের ভেতর। এসব তখন তাকে বিস্মিতও করে না। সত্যি বলতে, জীবন যদি শুদ্ধ হতো এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতো, তাহলে অবশ্যই সে ব্যথা অনুভব করত।

অনুরূপভাবে সকল উত্তম চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলি বেলাতেও একই কথা। এগুলো মনুষ্য জীবনীশক্তির পরিচয় বহন করে। অন্যদিকে এর বিপরীত বিষয়গুলো জীবনের ত্রুটির সাক্ষ্য বহন করে। অতএব কাপুরুষের তুলনায় সাহসী ব্যক্তির জীবন অধিক পরিপূর্ণ। কঞ্জুস ব্যক্তির তুলনায় উদার ব্যক্তির জীবন অধিক পরিপূর্ণ। একগুঁয়ে ও বেকুব ব্যক্তির তুলনায় জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির জীবন অধিক পরিপূর্ণ। আর তাই প্রশংসনীয় এই গুণের অধিকারী নবীগণের জীবন সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ছিল। তাদের এই জীবনীশক্তি দেহকে মাটির সাথে মিশে যাওয়া হতে বিরত রেখেছে। তদ্রূপ তাদের অনুসারীদের ভেতর যারা অগ্রগামী, তাদের সাথেও অনুরূপ ঘটে চলছে।' [৪]

হায়ার পারিভাষিক অর্থ

ইসলামি পরিভাষায় হায়া অর্থ পরিবর্তন ও বিনম্রতার অনুভূতি, যা ব্যক্তির মনে নিন্দা ও তিরস্কারের ভয় সৃষ্টি করে। [৫]

বলা হয়, হায়া এমন এক আখলাক, যা নিকৃষ্ট কথা ও কাজ হতে বিরত রাখে এবং নিজেদের মধ্যকার হক নষ্ট করতে বাধা প্রদান করে।

কেউ বলেন, হায়া হচ্ছে নিন্দার ভয়ে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকা। কারও মতে, তিরস্কারের ভয়ে কোনো কিছু করতে গিয়ে অন্তরে কুণ্ঠাবোধ হওয়াই হায়া।[৬]

ইবনু মাস্কায়াহ (রহ.) বলেন,

'খারাপি থেকে বেঁচে থাকতে নফসকে বন্দী করার নামই হায়া। সাথে যৌক্তিক নিন্দা ও ভর্ৎসনার ভয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত।'

বর্ণিত আছে, হায়া নফসের একটি সুদৃঢ় স্বভাব, যা ব্যক্তিকে অন্যের হক্ক আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং রূঢ় স্বভাব প্রদর্শন হতে বিরত রাখে।' [৭]

---

৪. তাহযীব মাদারিজিস-সালিকীন (২/৯৪৮)

৫. ইবনু হাজার, ফাতহুল-বারি (১/৫২)

৬. আত-তাওফীক আলা মুহিম্মাতিল-তায়ারীফ, পৃ. ১৫০

৭. দালীলুল ফালিহীন, (৩/১৫৮)

আল্লামা জুরজানী (রহ.) বলেন,

> ‘তা হলো কোনো কিছুর ব্যাপারে নফসকে সংযত রাখা। তিরস্কারের ভয়ে তা পরিত্যাগ করা।’ [৮]

প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ আবু উসমান জাহিয বলেন,

> ‘হায়ার সম্পর্ক সম্মান-সম্ভ্রমের সাথে। এর মানে হলো, কোনো কিছুর প্রতি লজ্জাবোধের কারণে দৃষ্টি অবনত রাখা এবং কথা বলতে অস্বীকৃতি জানানো। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি অক্ষমতা ও দুর্বলতার বিষয়ে পরিণত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসনীয় আখলাক হিসেবে গণ্য হবে।’ [৯]

যুন-নূন আল-মিসরি (রহ.) বলেন,

> ‘রবের সম্মুখের অন্যায় কিছু করার দরুন অন্তরে ভয় ও বিষাদ অনুভব করার নাম হায়া। মূলত ভালোবাসা উদ্বুদ্ধ করে কথা বলতে, লজ্জা নীরব রাখে, আর ভয় অস্থির করে তোলে।’[১০]

এ ছাড়া বর্ণিত আছে,

> ‘হায়া ব্যক্তির ভেতরটা গলিয়ে দেয়। কারণ, সে জানে মাওলা তার দিকে তাকিয়ে আছেন।’

হায়ার বাস্তবতা

হায়া এমন একটি স্বভাবগুণ, যা মন্দ বিষয় পরিত্যাগ করা এবং নিজেদের মধ্যকার হক্ব নষ্ট করা হতে বাধা দেয়। প্রবৃত্তির ঘৃণ্য চাহিদা থেকে বিরত রাখতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা মানুষের জন্য হায়া অবধারিত করে দিয়েছেন। যেন তারা পশুর স্তরে নেমে না যায়, লজ্জা না থাকার দরুন যেখানে খুশি ঝাঁপিয়ে না পড়ে।

পাপে জড়িয়ে যাওয়া ও লজ্জাহীনতা—পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি অন্যটির উপস্থিতি সুদৃঢ় করে। কবি বলেন,

---

৮. আত-তায়ারীফ, পৃ. ৯৪

৯. তাহযীবুল-আখলাক লিজাহিয, পৃ. ২৩

১০. মাদারিজুস-সালিকীন, (২/২৭০)